



১৭ মার্চ

জাতীয় শিশু দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে

শ্রদ্ধাঞ্জলি



বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ■ সহযোগিতা : তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



বাণী

আজ ১৭ মার্চ, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অমরীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানালম্বার আয়োজনেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে করোনা। তাই জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী দেশ-বিদেশে সাদৃশ্যের উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার 'মুজিববর্ষ'র সময়সীমা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। জন্মশতবার্ষিকীর এই বর্ষীয় আয়োজন যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে উদযাপনের জন্য আমি দেশবাসী ও প্রবাসী সকল বাঙালির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। চরিত্রের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ মুফলমান, আমি জামি, মুফলমান মাদ্রা একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম আমি তাদের কাছে নতি বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চ যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান সরকার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মুক্তবিক্ষত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মিত্রবাহিনী সদস্যদের প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতারবিরোধী যাত্রাকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেখান।

রাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন' সহ তাঁর জীবন ও কর্মের উপর দেশি-বিদেশি ব্যাচিত্রাম লেখকদের রচিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করে তরুণ প্রজন্ম আগামীতে জাতিগঠনে যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাঙালি জাতির চিরন্তন শ্রেণগার উৎস। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা-বিপত্তি পরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। তাঁর দেখানো পথেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সফলভাবে করোনা মোকাবিলা করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মধরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবানী নেতৃত্ব-এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা।

যোনা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মহামানবের জন্মজয়ন্তীতে সুরালোকে বেজে ওঠে শঙ্খ

আবেদ খান

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় কীভাবে তাঁর জন্মদিন পালন করেছেন তার একটি বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'কারাগারের রোজনামচা' স্মৃতিস্মরণ একাংশে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি ছিল ১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনদিন নিজে পালন করি নাই। বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাকে আমাকে ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চোঁটা করতাম বাড়িতে থাকতে। বহুরের কাগজে দেলালাম ঢাকা সিটি অগ্রেমী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেসে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিনস।' দেখে হাসলাম।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আগে যখন সেই উজ্জ্বল মার্চের সময়ে বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ব্যস্ত সময় চমকিয়ে, সে সময় ৩২ নম্বর ছিলো দেশি-বিদেশি সব সাংবাদিক সমেত সন্তান মানুষের অধরে কেন্দ্রস্থল। বঙ্গবন্ধু নিতুশাল ফেলার সময় পর্যন্ত পাজিলেন না। নেতা-কর্মী, স্থানীয়-বিদেশি সাংবাদিক সব মিলিয়ে তাঁর অতিশয় ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। এমনই এক ব্যস্ততার মধ্যে বিদেশি এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, এই পরিষ্কৃতিত আপনি আপনার এবারের জন্মদিনটি কিভাবে পালন করতে যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার জন্মদিন পালন করি না। যে জাতি অর্থাৎহায়ে আমাদের দিন কাটায়ে, কথাই কথায় তুলি করে হত্যা করা হয়, সে জাতির নেতা হিসেবে আমি জন্মদিন পালন করতে পারি না।'

আমরা আজ ইতিহাসের কোনো চরিত্রের বিবয় নিয়ে আলোচনা করবো না। আমরা এমন একটি মানুষের কথা বলবো যিনি ইতিহাসকে অন্যায়সে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আমরা এমনই একজন মানুষের কথাই এখানে বলে আনবো, যিনি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে সন্তান আচার-নির্ঘাত, শোষণ-বন্ডনার বিরুদ্ধে একটি জাতির পুনর্জন্মের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলতো তা তাদের মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষাকে তিনি আত্মপরিচয়ের ভাষায় পরিণত করার অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বেড়ে কথা তিনি এই জাতিতে একটি ভৌগোলিক ঠিকানা দিয়েছেন। সার্বভৌমত্বের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। পৃথিবীর মানুষকে পরিচয়গত জ্ঞানিয়ে দিয়েছেন যে এটা এমন একটি জাতিরই যা কারও অত্যাচারে ভেঙে যায় তৈরি হয়নি। নিজস্ব শক্তিতে, নিজস্ব ক্ষমতায়, অনেক রক্ত-স্বাম এবং অত্যাচার-নির্ঘাতের বিরুদ্ধে অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছেন। সন্তান পৃথিবীতে বাঙালির সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটির মতো। তারা বিভিন্ন দেশের নাগরিক হতে পারে। কিন্তু তাঁর পৌরবের বিঘ্নহীতা হলো সে নিবিড়ায় দাবি করতে পারে যে তাঁর ঠিকানা বাংলাদেশ। কারণ বাঙালির একটা নির্দিষ্ট রক্তবাহী আছে, নিজের পরিচয় আছে, নিজের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে – যা সঞ্চয় হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সীমিততে। তিনি এমনই একটি দেশ উপহার দিয়েছেন পৃথিবীকে, যেই পৃথিবী প্রতিটি বাঙালি অত্যন্ত গর্বের সনস্যদেরকে ব্রাত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে দীর্ঘ সময় এই মানুষটিকে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। এই পাপ সংঘটিত হয়েছে সুদীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। তখন এই মহামানবের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করার সুযোগ ছিলো না। তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ব্রাত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।

কিন্তু মানুষ থাকলে যারা ইতিহাসে উদ্ভূত হন, কেউ আছেন যারা ইতিহাসের অংশ হয়ে যান আর এমন সামান্য করেকজন আছেন, যারা নিজেরাই ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে যান। বঙ্গবন্ধু এই শোষণে পরিণতই মানুষ। যাকে কেন্দ্র করে আর্ন্তিক হয়েছে ইতিহাস, সৃষ্টি হয়েছে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের একটি বিশাল জাতির জন্মগাথা। এই একটি মানুষ যার কর্মজীবনের প্রতিটি স্তরে রচিত হয়েছে এক মহান মুক্তিসঙ্গ্রামের অমর পটভূমিকা। বাঙালির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কখনও তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান ছিলো না, কখনও তার আত্মপরিচয়ের ইতিহাস ছিলো না। এই মহান মানুষটি এই জাতির আত্মপরিচয় বহনকারী মানুষ। এমন বাঙালি জাতিতে একটা ঠিকানা আছে, একটা জাতীয়তাবোধ আছে, একটা পতাকা আছে, একটা স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড আছে।

বঙ্গবন্ধু যে কতখানি সাহসী এবং ব্যক্তিকল্পসম্মত ছিলেন তার দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তেও সেই শৈশব থেকে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের আরও অনেক উদাহরণ আছে। প্রথম ঘটনাটির সময়কাল ঘাটের দশকের শেখা। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তিসঙ্গ্রামে ৬ দফা পেশ করেছেন এবং সারা দেশ চলে বেড়াচ্ছেন মুক্তিসঙ্গ্রামের পতাকা নিয়ে। ক্ষমতায় তখন পাকিস্তানের হয়েছিল কিশ্ত মার্শাল আইনও পেশ। তিনি তখন অগ্রেমী লীগকে ধ্বংস করার জন্য সব রকম দমন নীতিতে কৌশল প্রয়োগ করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুকে বার বার মামলা দিয়ে, বন্দি করে মাজানাবুদ করা হচ্ছে, কারাগারে নিষ্কাশ করা হচ্ছে। শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে মারাত্মক পর্যন্ত সন্তান সন্তানের নেতাকর্মীদের হারানি। অবশেষে সর্বশেষ মুক্তিসঙ্গ্রাম প্রয়োগ করা হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধুকে, গ্রেফতার করা হলো সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে, কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার, অগ্রেমী লীগের নেতাকর্মীদের নেতা-কর্মীদের নিষ্ঠান ব্যতিক্রমে। সামরিক আদালতে গুলি হলে, কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। বিচারকের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। প্রতিটি অভিযুক্তকে অমানুষিক এবং নোমহর্ষক নিষ্ঠান করা হয়েছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী চিহ্নিত করে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যে পাকিস্তান জাতির চেঁচা যেই করবে তাকেই ঝুলতে হবে ফাঁসির দণ্ডিতে। আইয়ুব খানের সামরিক জাতির নিষ্ঠিত ধারণা ছিলো শেখ মুজিবের ৬ দফার অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অতএব, যেভাবেই হোক বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন ভঙিয়ে দিতে হবে।

সামরিক আদালতে বিচার শুরু হলো। সাফী আর আসামিদের আনা হলো সামরিক এজলাসে। মুহুর্তই ঘটে গেলো নাটকীয় ঘটনা। কেসব আসামিকে রাজশাস্তি বানানো হয়েছিলো তারা একে একে আদালতে বলতে শুরু করলেন তাদের গুপ্ত কী বরনের আদালত নিষ্ঠান হয়েছে রাজশাস্তি হবার জন্যে। হত্যাকাণ্ডে কলতে শুরু করলেন একের পর এক রাজশাস্তিকে হেরী যোষণা করতে শুরু করলেন। মামলার এক নম্বর আসামি শেখ মুজিবকে কাটগড়ায় একটা কাঠের চেয়ার সেগো হয়েছিলো বসার জন্য। অন্তিমদূরে গেসবর। সেখানে 'দৈনিক আজাদ'-এর বিপোটির হিসেবে উপস্থিত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, কোনোভাবেই আসামিদের সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলতে পারবে না। তেমনটি ঘটলে কঠোর শাস্তি। শেখ মুজিব সামরিক আদালতের রক্তচুড় উপেক্ষা করে হাস্যপরিহাসের মুঠোবন্দি তাঁর বিখ্যাত পাইপ। এমন সময় তাঁর চোখ পড়লো তাঁরই অত্যন্ত গিহ্নাজান সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের দিকে। তিনি উচ্চস্বরে ডাকলেন, 'ফয়েজ, এই ফয়েজ'। ফয়েজ আহমদ সামরিক নির্দেশনামা মেনে ঘাড় নিচু করে আসলে বসে রইলেন। সামরিক আদালতের বাঘা বাঘা কর্মকর্তাদের কুক্ষিত ভা। দুই-তিনবার

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষে সকল শিশুসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুর স্বপ্ন হোক রঙিন'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা এ দিনটিকে 'জাতীয় শিশু দিবস' ঘোষণা করেছি। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহিদদের।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমতা। বালাকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভিক, অমিত সাহসী, মানবদরদী এবং পরোপকারী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রথম স্মৃতিশিল্পের অধিকারী ও দুর্দান্তসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিতে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; সুখা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা। চুলে পড়ার সময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের জগাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নৃৎসবভাবে হত্যা করে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে ছত্র করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৭৬ সালে অগ্রেমী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলমুদ্র মুক্ত হয়। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের জাতীয়তাবাদের জন্য বাংলাদেশ অগ্রেমী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থন্যামাঙ্কিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অতুতপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মঘর্মানীশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বৃহৎ মাথা উঠু করে দাঁড়িয়েছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। অগ্রেমী লীগ সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বালাবিহাষ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদযাপন, সুবিধাবঞ্চিত পথ শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অগ্রেমী লীগ সরকার শ্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষার্থীদের বহুরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মসূচিকে বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর প্রতি সহিসে আচরণ এবং সন্তান ধরনের নিষ্ঠান বন্ধ করার জন্যে আজকের এদিনে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয়ে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেটা প্ল্যান-২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের অংশ-দারিত্বমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আমাদের শিশুরা আগামী বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক; মেধা ও প্রজ্ঞায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক; আন্তর্জাতিকভাবে গৌরব বয়ে আনুক শ্রিয় মাতৃভূমির জন্য-এই কামনা করি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)